সংবাদ

তারিখ 02 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ শিবির ক্যাডারকে ছাত্রলীগের গণধোলাই

● বিতাড়িত আরও ২৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাওয়াতপত্র বিতরণের সময় ৪ শিবির ক্যাডারকে গণধোলাই দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ছাত্রলীগ। এ সময় কমপক্ষে আরও ২৫ শিবির ক্যাডারকে ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে এ ঘটনা ঘটে। গণধোলাইয়ের শিকার শিবির ক্যাডারদের পুরান ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সকাল ১১টার দিকে ছাত্রশিবিরের ১০/১২ জন কর্মী

গণধোলাই : শিবির ক্যাডারকে
(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দৃষ্টিগোচর হলে প্রথমে তারা এতে বাধা দেয়। এরপরও শিবির ক্যাডাররা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে ছাত্রলীগের কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে শিবির ক্যাডারদের ধাওয়া দেয় এবং তাদের সঙ্গে থাকা দাওয়াতপত্র ছিনিয়ে নেয়। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা 'শিবির ধর, শিবির ধর' বলে স্লোগান দিলে তাদের সঙ্গে শতাধিক সাধারণ ছাত্র যোগ দেয়। ছাত্রলীগের কর্মীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির ক্যাডার জাহিদুল ইসলাম, জায়নাল আবেদীন ও মাহমুদ হাসানকে গণধোলাই দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ সময় আরও কয়েকজন শিবির ক্যাডার ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া খেয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে পালিয়ে যায়।

দুপুর ১টার দিকে রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগে রকিবুল বারী নামে অপর এক শিবি ক্যাডারের কাছে দলীয় প্রচারপত্র পেয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকেও বেদম মারধর করে ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুক্ষণ পর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে সঙ্গে নিয়ে শিবিরের আরও ২৫/৩০ ক্যাডার নিজেদের সাধারণ ছাত্র পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অফিসে এসে এর বিচার দাবি করে। খবর পেয়ে ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী প্রক্টর অফিস ঘিরে রাখে। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রক্টর অফিসে প্রবেশ করে শিবির ক্যাডারদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পরে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে শিবিরের কোন ধরনের কার্যক্রম মেনে নেয়া হবে না বলে প্রক্টরকে জানিয়ে দেন। এ সময় প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হয়- এমন সব কার্যক্রম থেকে সব সংগঠনগুলোকে সতর্ক থাকার জন্য বলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ওমর ফারুক ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতা আরিফুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে শিবির চক্রের কোন ধরনের কার্যক্রম মেনে নেবে না। তাই ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে শিবির ক্যাডারদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান সংবাদকে জানান, পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদারের জন্য কোতোয়ালি থানার ওসির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে বলে তিনি জানান।